প্রথম আলো

তারিখ ... 09 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...2...

বংশালে স্কুল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে অবৈধ কাঁচাবাজার

রাজধানী প্রতিবেদক ●

দক্ষিণ সিটি

পুরান ঢাকার বংশালের ইউসেপ মাজেদ সরদার স্কুল ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনের সড়ক দখল করে গড়ে উঠেছে অবৈধ কাঁচাবাজার। স্কুলের দেয়ালঘেঁষা ডাস্টবিনে ফেলা হচ্ছে বাজারের শতাধিক দোকানের বর্জ্য। বাজারে আসা লোকজনের হইচই এবং পচা আবর্জনার দুর্গন্ধে স্কুল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। অথচ সামান্য দূরেই রয়েছে মিরনজল্লা বাজার।

স্কুলের শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রধান ফটকের সামনে দোকান বসায় স্কুলে আসা-যাওয়ায় প্রতিনিয়ত বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন শিক্ষার্থী-শিক্ষকেরা। সড়কে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত লেগে থাকে রিকশার জট। এই এলাকায় যাতায়াতের প্রধান যান রিকশা। এই স্কুলে চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চার শতাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে।

গতকাল শনিবার সরেজমিনে দেখা যায়, মাজেদ সরদার কমিউনিটি সেন্টারের সামনে থেকে ইউসেপ স্কুলের পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত সড়কের দুই পাশে বসছে মাছ, মাংস, সবজি, কাপড়সহ বিভিন্ন সামগ্রীর প্রায় ১০০ অস্থায়ী দোকান। স্কুলের প্রধান ফটক বন্ধ। পকেট ফটক দিয়ে স্কুলে আসা-যাওয়া করছেন শিক্ষার্থী-শিক্ষকেরা। দোকানে কেনাকাটা করছেন মহল্লার বাসিন্দারা। বেলা দুইটার দিকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও স্কুলের দেয়ালঘেঁষা ডাস্টবিনে বাজারের বর্জ্য ফেলছেন দোকানিরা। বাতাসে স্কুলের শ্রেণিকক্ষ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এ ছাড়া সড়কে দোকানপাটের কারণে রিকশার জট লেগে আছে। আবর্জনা পড়ে সড়কের দুই পাশে ড্রেনে জমে আছে ময়লা পানি।

ইউসেপ মাজেদ সরদার স্কুলের অষ্টম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী বলে, দীর্ঘদিন ধরে প্রধান ফটক বন্ধ করে দোকান বসছে। এতে স্কুলে ঢুকতে সমস্যা হয়। এ ছাড়া ডাস্টবিনে রাখা পচা মাছ-মাংস ও আবর্জনার দুর্গন্ধে ক্লাস করতে কষ্ট হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা বলেন, স্কুল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে অবৈধ এই বাজারের প্রতিটি দোকান থেকে দিনে ১০০ টাকা করে চাঁদা আদায় করছে 'আশার আলো সমাজকল্যাণ সংগঠন' নামের একটি ক্লাব। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আউয়াল হোসেন এই ক্লাবের সভাপতি।

স্কুলের প্রধান ফটকের পূর্ব পাশে দেয়াল ঘেঁষে কাঁচামালের দোকান বসিয়েছেন মো. ফয়সাল। তিনি বলেন, 'সকাল সাতটা থেকে এই সড়কে কাঁচাবাজার বসে। চলে বেলা দুইটা পর্যন্ত। এ জন্য প্রতিদিন নেতাগো ১০০ টাকা করে দিতে হয়।'

জানতে চাইলে গতকাল রাতে মুঠোফোনে কাউন্সিলর আউয়াল হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, চার থেকে পাঁচ বছর আগে এই সড়কে দুই-একটি করে দোকান বসতে থাকে। পরে সড়ক থেকে কাঁচাবাজার উচ্ছেদে একাধিকবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মহল্লার গরিব ব্যবসায়ীদের অনুরোধ ও কান্নাকাটির কারণে তা উচ্ছেদ করা যাচ্ছে না। এই দোকানিদের জন্য মিরনজল্লা বাজারে বিকল্প ব্যবস্থা করা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চাঁদা আদায়ের বিষয়ে তিনি বলেন, 'ক্লাবের একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে টাকা তোলা হয়। এই টাকা দিয়ে মহল্লার বিভিন্ন গরিব পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়।'